পুঁথি

বার্ষিক মুখপত্র : প্রস্তাবনা প্রকাশ

সেপ্টেম্বর '২০১৫

প্রথম সংখ্যা

বাংলা বিভাগ : বিজনী মহাবিদ্যালয়

পুঁথি

বার্ষিক মুখপত্র • প্রস্তাবনা প্রকাশ

সেপ্টেম্বর' ২০১৫

বাংলা বিভাগ •••
বিজনী মহাবিদ্যালয়

সম্পাদিকা : চিন্না রায় ।
অক্ষর বিন্যাস : অনন্যা সেন ।

বিজনী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের সহযোগে একটি 'হাতে লেখা' পত্রিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। প্রতি বছর ছাত্র-ছাত্রী সকলে প্রাচীন পত্রিকা প্রকাশ করে আসছে। এবার নতুন করে 'হাতে লেখা' পত্রিকা এর সঙ্গে সংযোজন করছে জেনে খুবই আনন্দিত। আজকের ইলেকট্রনিক মাধ্যমের যুগে ছাত্র-ছাত্রী সকলের এই ধরনের মানসিকতা সত্যিই প্রশংসনীয়। পুথিগত শিক্ষার বাইরেও ছাত্র-ছাত্রীরা একটি নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য বিভাগীয় এই প্রচেষ্টা সফল হওক। এই শুভেচ্ছারে-

ঊর্মিলা পোদ্দার
৩০.৯.২০১৫

ড. ঊর্মিলা পোদ্দার
প্রধান অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

পুঁথি প্রকাশের নেপথ্যে

উপদেষ্টা মন্ডলী : ড০ ঊর্মিলা পোদ্দার
(বিভাগীয় প্রধান)
ড০ অপূর্ব ঠাকুরতা।
ড০ চৈতালি ভৌমিক।

সম্পাদিকা : চিত্রা রায়।

অক্ষর বিন্যাস : অনন্যা সেন।

প্রচ্ছদ : অনন্যা সেন।

সদস্য / সদস্যা : চিত্রা রায়, সুমন ঘোষ,
সুদীপ বসাক, ঝিলম সাহা,
অনন্যা সেন, মানিক ঘোষ,
বাপন চন্দ্র মন্ডল।

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা

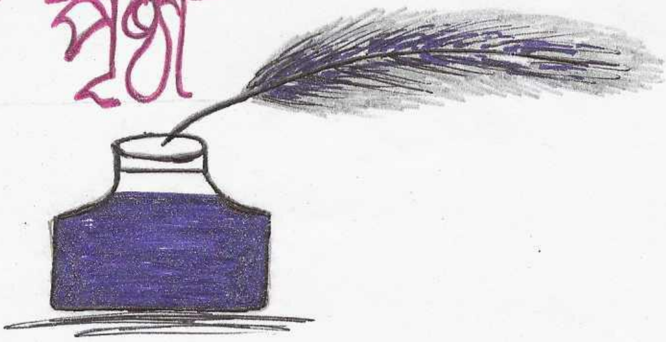

প্রতিটি মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়নের সাথে সাথে বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যদিয়ে নিজের জীবন গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ব্রতী হয়। বিজনী মহাবিদ্যালয়ও ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী তথা কর্মচারীদেরকে সুযোগ করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজের সৃজনশীল চিন্তা তথা কল্পনা শক্তিকে লেখার দ্বারা প্রকাশ করে নিজের প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরার সুযোগ পায়। তাই এই সুযোগের সদ ব্যবহারে নিজেকে আত্ম নিয়োগ করাটাই প্রত্যেকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। তাই মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা 'পুঁথি'তে খুঁদে লেখক-লেখিকার তথা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের লেখা বিভিন্ন কবিতা, গল্প ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট করে প্রকাশের প্রয়াস করছি। এখানে কোনো প্রতিষ্ঠিত লেখক-লেখিকার লেখা অন্তর্ভুক্ত করে সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে প্রকাশ করতে না পারলেও আশা রাখি পত্রিকাটি পাঠকগন আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহন করবে এবং ভবিষ্যতে আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকাটি সুষ্ঠ সমাজ গঠনে এবং নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাখতে সক্ষম হবে।

এই পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য যাঁরা শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং যাঁরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে সু-পরামর্শ এবং আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

সর্বশেষে বিভিন্ন জ্ঞাত-অজ্ঞাত, ভুল-ভ্রান্তি এবং অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি পাঠক সমাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থী।

চিত্রা রায়

সূচীপত্র

নাম	কবিতা	পৃষ্ঠা নং
রাখী বালা দাস	পৃথিবীর রূপ	১
অনন্যা সেন	নারী	১
রুমি রায়	সূর্যদেব	2
পূজাশ্রী মহানায়ক	তোমার ভালোবাসা	2
সুমন ঘোষ	মা	৩
জয়া সাহা	মিথ্যেবাদী মা	৪
গীতা চৌধুরী	তারা	৫
ইতি সরকার	আমার স্কুলের বাগান	৫
চিত্রা ঘোষ	দুর্গা পূজা	৬
মান্তু দে	ছোট্ট বেলার দিন	৭
রুম্পা সরকার	অপেক্ষা	৮
শিল্পা সাহা	প্রদীপ	৯
প্রসেনজীত রায়	নিজেই	১০
রিম্পা দে সরকার	শিক্ষা	১১
দিপ্তী সাহা	ছোট একটি মেয়ে	১১

পৃথিবীর রূপ

আজি মেঘদূত যেন নেমেছে এই পৃথিবীতে
ময়ূর-ময়ূরী সব নাচিয়া বেড়াচ্ছে
পাখিরা গান গাইছে করছে খেলা
চারিদিকে মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা।
হাসিছে বন্ধুর মতো সুন্দর বাতাস
সে বাতাসে মন উড়িয়া বেড়াচ্ছে
পৃথিবীর সুন্দর রূপ দেখে
মুগ্ধ এই নয়ন।
ফুলেরা চারিদিকে সুন্দর-সুন্দরীর রূপে
তৃণাচ্ছিত তীরে বাতাসের তালে তালে
নাচিয়া বেড়াচ্ছে পৃথিবীর সবুজ বিছানায়।

■ রাখী বালা দাস

নারী

নারী তুমি সুন্দর
শুধু রূপে নয় গুনেও
তোমার ছোঁয়ায় নির্মল হোক
এই কুলষিত সমাজ খানি।
বার বার এসেছ তুমি
কবিরূপে, দেবীরূপে, যোদ্ধারূপে।
তবে কেন আর মানবে
যৌবনের লীলা খেলায়।
সকল বাঁধা বন্ধন ছাড়িয়ে
হে নারী —
এগিয়ে যাও দূর থেকে দূরান্তরে।

■ অনন্যা সেন

সূর্যদেব

দেখ দেখ ওই যে দেখা
সূর্যদেব দিয়েছে ভুবনে আলো
সবাই বলে রোদ্দুর যত
আমি বলি আলো তত ।
জাতি - বর্ণ - ধর্ম নির্বিশেষে
আলো আসে এই সমাবেশে
নেই কোনো ভেদাভেদ এখানে,
তবুও লোকে করে হাহাকার ।
সন্ধ্যায় সূর্যদেবের অস্ত যায়
তখন সবার চোখে ঘুম পায় ॥

▫ রুমি রায়

তোমার ভালোবাসা

কোথায় ছিলে তুমি এতদিন
এই মন কত খুঁজেছে তোমাকে,
আজ তোমায় ভালোবাসা পেয়ে
সত্যি হল আমার স্বপ্ন ।
জানি তোমার ভালোবাসা সত্যি
তবুও বলছি তোমাকে,
বাঁচতে পারবনা আমি
ছেড়ে যেওনা আমাকে ।
শুধু সারাজীবন পাশে থেকো আমার,
এর থেকে বেশি কিছু চায়না আমি ॥

▫ পূজাশ্রী মহানায়ক

মা

প্রথমে জানাই মা-গো
প্রনাম আমার
জন্ম নেওয়ার পর মাগো
আমি পেয়েছি তোমায়
তোমার মতো এত আপন
নেইতো কেহ মা
তোমার সুখে সুখি আমি
তোমার দুঃখে কাঁদি
তোমার মুখের হাসিতে মা
ত্রিভূবনেই হাসি।
ত্রিভূবনে তোমার মতো
নেইতো কেহ মা
শত জন্মে জন্ম নিয়ে
তোমায় যেন পাই মা।
এই আশা করি আমি
মাগো তোমার চরনে,
মা-হয়ে দেখা দিয়ো
আবার পরের জন্মে
যতই বলি মা-তোমার গুন
হয়নাতো মা শেষ
সময়ের ব্যবধানের জন্য
তোমায় চরনে প্রনাম
জানিয়ে এখানেই করছি শেষ।

▫ সুমন ঘোষ

মিথ্যেবাদী মা

একগ্রামে এক কৃষক তার স্ত্রী এবং সন্তানকে নিয়ে এক ছোট্ট কুড়ে ঘরে বসবাস করত। কিন্তু হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় কৃষক তার প্রান হারালো। তাদের এই সুখের সংসারে যেন কষ্টের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল। স্বামীহারা এই মহিলাটির একমাত্র অবলম্বন ছিল তার স্নেহের ছেলে রামু। রামুর বয়স হলো পাঁচ বৎসর। রামুকে একজন বড়ো মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তার মা দিন-রাত-খাঁটতে লাগল। রামুর মা মানুষের জামা-কাপড় সেলাই করে যা টাকা পেতো তা দিয়েই রামুর পড়াশোনার, বই-পত্র এবং জামা কাপড়ের ব্যবস্থা করত। শুধু এই ছোট্ট ছেলেটির মুখে হাসি ফোটাবার জন্য মা নিজে না খেয়ে দিন রাত পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন করত। মা-ছেলে যখন খেতে বসত তখন ছেলে মাকে প্রশ্ন করায় মা বলে আমি তো আগেই খেয়েছি অথচ সেই মা রাতে একমুঠ মুরি এবং দু-গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পরে। পূজোতে নিজের জন্য কিছু না নিয়ে ছেলেকে দেবার জন্য ব্যস্ত থাকেন। আর বলেন আমারতো অনেক জামা কাপড় আছে।

আসলে মা নামের মানুষটিই হয় খুব মমতাময়ী, তাই মাকে কোনোদিন অপমান করতে নেই, মা মিথ্যেবাদী, তাই মার কোনো তুলনা হয়না।

জয়া সাহা

তারা

রাত্রির আকাশের তারাগুলো
ঝিকমিক করে
তাকে দেখে আমার
খুব ভালো লাগে,
দিন হলে লুকিয়ে থাকে
রাত্রি হলে দেখা দেয়
তোমার আলোতে
আকাশটা আলোকিত হয়,
আকাশে তারা থাকলে
আকাশটা উজ্জ্বল হয়।

▫ গীতা চৌধুরী

আমার ফুলের বাগান

ফুলে ফুলে ভরে গেলো
আমার সারা বাগান,
কতোনা ফুল ফুটছে দেখো
লাল, হলুদ, বেগুনী।
মৌমাছি, প্রজাপতি ফুলের থোকায় বসে
মধুখেয়ে দুডানা মেলে আকাশে উড়ে,
ভোর বেলা বাগানেতে যখনি যাই
ফুলগুলো চেয়ে থাকে মিটিকি হাসিয়ে
আমার যত দুঃখ বেদনা থাকুকনা কেন
সব ভুলে যাই আমার এই বাগানে এসে
মনে চায় বসে থাকি আমার এই ফুলের বাগানে
যেন সকাল থেকে সন্ধে।

▫ ইতি সরকার

দুর্গা পূজা

দুর্গা ঠাকুর মাগো তোমার
দশটি কেন হাত,
দশটি হাতের কোনটি দিয়ে
খাও মা তুমি ভাত ;
খাওয়ার সময় কোনটি দিয়ে
ডাল ভাত মাখো,
শোবার সময় কোন হাতটি
কোন দিকে রাখো,
ভিড়ের মাঝে কেমন করে
ওঠো বাসে বা ট্রামে,
তোমার অদ্ভুত চেহারা দেখে
প্রশ্ন জাগে মনে ॥

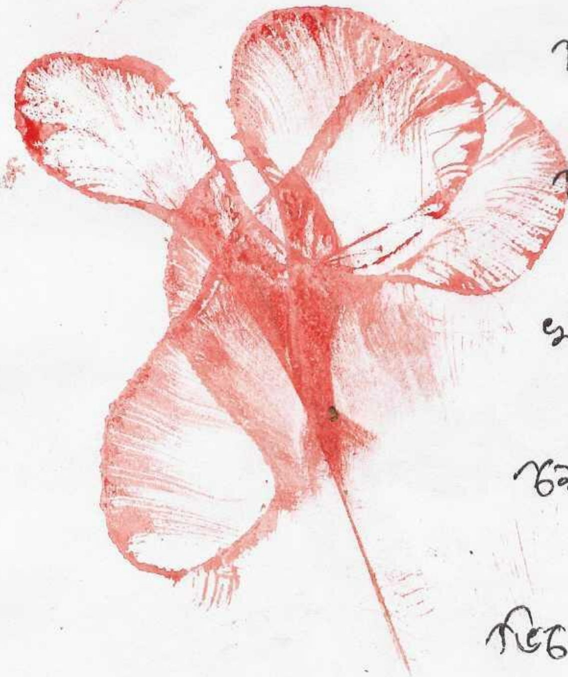

▪ চিত্রা রায়

*** আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী! ***

ছোট্ট বেলার দিন

সেই ছোট্ট বেলার দিন ছিল,
যেখানে হাসি-খুসির-ঢের ছিল।
ইচ্ছে ছিল চাঁদকে পাওয়ার
কিন্তু মন প্রজাপতির পাগল ছিল।
খবর ছিলনা কোনো সকালের
না বিকেলের কোনো ঠিকানা ছিল
স্কুল-থেকে বাড়ি এসে, আবার
খেলার জন্য যাওয়ারও বাহানা ছিল
মায়ের আঁচল ছিল,
সেখানে পরীর দুনীয়া ছিল।
কাগজের নৌকো বানিয়ে
বৃষ্টির জলে ভাসানোর ও এক মজা ছিল
না দুঃখের কোনো ভাষা ছিল
না হাসির কোনো বাহানা ছিল
সব খেলারই সাথী ছিল
সব সম্পর্কই বাঁধা ছিল
ইচ্ছে হলেও পারিনা যেতে
সেই ছোট্ট বেলার দেশে
ইচ্ছে হলেও উঠিনা এখন
অকারনে হেসে
হলাম কেন আমরা বড়
বেড়ে গেল আশা
ছোট - বেলার - ছোট - আশায়
ছিল অনেক ভালোবাসা,
বৃষ্টি ভেজা ভোরে বোসে
খালি জলের ধারে
চিরদিন স্মৃতি হয়ে
থাকবে মনের দ্বারে।

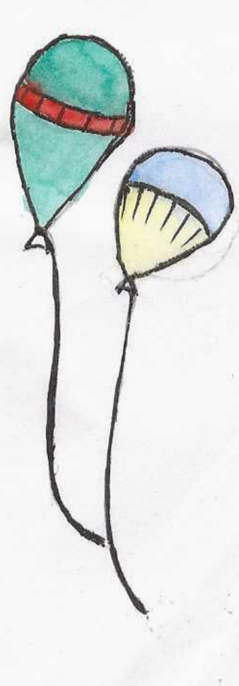

মানু দে

অপেক্ষা

রুম্পা সরকার

ফুলের বাগানে ফুল গুলি
বাতাসে হেলে দুলে,
তোমার কথা মনে পরলে
দু-চোখ জলে ভরে।
অনেক অনেক সুগন্ধ বিলিয়ে
অপেক্ষা করে থাকি যেভাবে
তুমি আসবে বলে গিয়েছ চলে
আর না আসলে ফিরে
আমি অপেক্ষা করে বসে আছি
সে দিনের জন্যে
নানা রঙের প্রজাপতি আসবে
কোমল সুন্দর পরশ দিতে
ফুলের যৌবন পাতায়
নির্বাদে প্রজাপতিটাকে দিও বসতে
আধাঁরে মৌ পান করতে
কৌশলের পূর্ন এই সংসারে
অমানিশা, পূর্নিমা আসে যায় বার বার
তুমি কেন আসলে না আর
ব্যথা ভরা হিয়া মন
রয়েছি নির্জন জায়গায়
রাতে যখন তারা ফুটে আকাশে
তোমায় খুজে যাই তাদের মাঝে
মেঘে ঢাকা সূর্যের প্রখর
তুমি আসবে বলেই
দিন আসে দিন যায় আজ
তবুও তুমি এলেনা আর
বুকের স্নেহ উজার করে দিয়ে
রয়েছি প্রতিপল তোমার অপেক্ষায়।।

প্রদীপ

আমি একটি অন্ধকার ঘরে
দীপ একটি দিলাম জ্বেলে।
ভাবছি এবার ঘরে বসে
দীপটির আলো কোথায় পারে।
সর্বদ্য ঘরে দীপটি থাকে
সারা ঘরে আলো ধরে।
দীপটির আলো কোথায় পারে
কেউ কি সেটা বলতে পারে
একটি প্রদীপ এভাবে জ্বলে
অন্ধকার ঘর আলো করে।
কিন্তু তার সলতা পুড়ে
সুখ দিয়ে কি সে শুরু করে?
অসহ্য যন্ত্রণা তার হয়,
তবুও হাসি মুখে মেনে সে নেয়।
এবার দীপটি গেলো নিভে
আবার ঘরটি অন্ধকার করে।

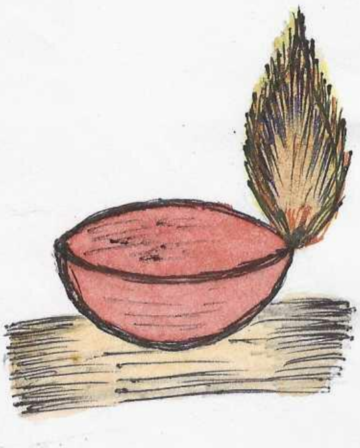

শিল্পী সাহা

নিজেই

হে রাজ পথের বীরাঙ্গনা
তোমরা কি করছো একবার ভেবে দেখনা!
হৃদয় তোমার হয়ে যায় উন্মাদ পাগল
শীতল চিত্ত থেকে বের কর সেই সব মল।
বিধির দেওয়া সবই কেবল উপলক্ষ
কেন নষ্ট করছো তোমার জীবনের লক্ষ্য
অন্যের দুঃখ-কষ্ট সইতে পারনা।
তবে কেন নিজ স্বার্থ পূরন করতে মানুষকে দাও যন্ত্রনা।
কি করছো অবধের মতো করো না শেষ,
আর নিজে যেটা করছো ভাবছো এটাই বেশ।
মনটাকে ধরে রাখ নিজের অন্ত- অধীনে
নইলে কৃতকার্য হবেনা সার্থক জীবনে
নিজেকে প্রশ্ন করো এই বোকামিরকি আছে মূল!
আমরা মেনে নিতেই চাইনা নিজেদের ভুল।

□ প্রসেনজীত রায়

শিক্ষা

□ রিম্পা দে সরকার

শিক্ষা এক অমূল্য সম্পদ
শিক্ষাই দেয় জ্ঞান,
শিক্ষা নাহলে মানুষের জীবনে
নাই যে কোনো মানে।
শিক্ষাতে জীবন শিক্ষাতে মৃত্যু
বর্তমান যুগে,
শিক্ষা নাহলে মানুষের জীবনে
নাজানি কোনো স্থান।
এই কথা শিখব বুঝি আমি
লাগবে লাগবে শিক্ষা,
নাহলে যে মানুষের জীবনে
থাকবে না কোনো দীক্ষা।

——ooo——ooo——

ছোট একটি মেয়ে

ছোট একটি মেয়ে আমি
বুলবুলি আমার নাম
সারাদিন ঘুরে বেড়াই
এগ্রাম-ওগ্রাম।
উঁচু-নিচু গাছ খুঁজি
সারাদিন ধরে
আম, জাম, খেজুর পেলে
আনন্দে মন ভরে।
এই গ্রামেতেই ঘর আমার
আমি খুশিতে থাকি
বুলবুল আমি
সবাইতো তা জানে।

□ দিপ্তী সাহা

সংগীতের বাদ্যযন্ত্র